

অনেক ভোগান্তি হলেও এটা পুরা জীবনের মতো একটা অভিজ্ঞতা - একটা মহাদেশ পাড়ি দেয়া! যথারীতি বাংলাদেশী "অভিজ্ঞ" ভাইয়েরা হাইকোর্ট দেখানো শুরু করলো, এতোটা পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আমরা মরুভূমিতে আটকা পড়বো আমার পুরানো গাড়ি বিকল হয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এখন সেই "বিশেষ-অজ্ঞ"দের চেহারা দেখা দরকার!!)। কিন্তু আশা দিলেন প্রফেসর সালিম রশিদ। উনি বললেন, এরকম একটা অভিযাত্রার স্বপ্ন ওনারও ছিলো, কিন্তু বাচ্চাদের জন্মের পরে আর হয়ে উঠেনি। তাই সময় থাকতে সাহস করে রওনা দিয়ে দেয়াটাই ভালো।

যাহোক, বিকেল তিনটাতে যাত্রা শুরু করলাম। আমেরিকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার। হাইওয়েগুলো ইন্টারস্টেইট নামে পরিচিত, শুধু নির্দিষ্ট জায়গা বা এক্সিট দিয়েই এখানে ঢোকা যায়। হাইওয়েতে সব গাড়িই অন্তত ৬০ হতে ৭৫ মাইল (১০০ হতে ১২০ কিমি/ঘন্টা) বেগে চলে। তবে রাস্তা এতোই মসৃণ যে, মোটেও টের পাওয়া যায়না।

তিন মাসের নতুন সংসার পাতার জন্য আমরা এটা সেটা নিতে নিতেই গাড়ির ট্রাঙ্ক আর পিছনের সীট ভরে গেছে পুরোপুরি। আমি ড্রাইভিং শিখেছি আমেরিকাতে এসেই, নিজে গাড়ি কিনে তার পর। শিকাগো গেছি অনেক বার, কিন্তু সেটা মাত্র ১৬০ মাইলের পথ। আর এখানে আমি পাড়ি দিবো তার ১৫ গুণ পথ।

যাহোক, আরবানা থেকে আইওয়ার পথে চললাম। বিস্তীর্ণ পথ, দুই পাশে ভূটা আর সয়াবীন ক্ষেত। ইলিনয় পুরাটাই চ্যাপ্টা একটা এলাকা, পাহাড় তো দূরের কথা, টিলাও নাই। পিওরিয়ানা নামের মাঝারি সাইজের একটা শহর পেরিয়ে আমরা এসে পৌছলাম যখন আইওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তার পরেও অন্ধকারে ৩/৪ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে রাত ১০টার পরে এসে পৌছলাম আইওয়ার বড় শহর দ্য মইনে। পথ পেরিয়েছি তখন ৩৫০ মাইলের মতো।



এই ছবিটা গাড়ি থেকে তোলা মিসৌরি নদীর দৃশ্য। বাকি পথে দেখার কিছুই ছিলো না, ভূটা ক্ষেত বাদে।



ছবিটা পিওরিয়ানার কাছে, ইন্টারস্টেইট ৭৪ এর ছবি।

সমতল থেকে পর্বতে

আইওয়া স্টেট বিখ্যাত হলো গম চাষের জন্য। এছাড়াও ভুট্টা চাষেও এরা এগিয়ে। ফলে আইওয়া পার হওয়ার সময় ভুট্টা বা গম ক্ষেত দেখা, আর দু একটা গরুর ঘাস খাওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা হয় নি।

নেব্রাস্কাতেও অবস্থা তথৈবচ। প্রচন্ড সমতল ভূমি, এক জায়গায় তো প্রায় ৪০ মাইলের মতো সরলরৈখিক যাত্রা।

যাত্রার প্রথম দিন সকাল দশটার বদলে বেলা সাড়ে তিনটায় রওনা হয়েছিলাম, পেরিয়েছি মাত্র ৩৫০ মাইল। তাই ক্ষতিপূরণ করার জন্য দ্বিতীয় দিন লম্বা টান দিলাম। আইওয়ার দ্য মইন শহর থেকে বেলা ১১টায় রওনা হয়ে বিকালের দিকে নেব্রাস্কার শহর লিংকনে কিছুক্ষণ থামলাম। কিন্তু লক্ষ্য রাতের মধ্যে পরের স্টেট ওয়াইওমিং এ পৌছানো। তাই চালাতে থাকলাম।

গরম কালে এখানে সূর্য অস্ত যায় অনেক দেরিতে। রাত ৮টার সময় সূর্য ডুবে, আর আলো থাকে আরো ঘন্টা খানেক। এভাবে রাত ১০টা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে ওয়াইওমিং এর সীমান্তে এসে পৌছলাম।

কিশোর বয়সে প্রচুর পড়েছি, সেবা প্রকাশনীর ওয়েস্টার্ন বই, আর ঐ বই গুলোতে ওয়াইওমিং এর কথা রয়েছে অনেক। এটা আমেরিকার সবচেয়ে জনবিরল রাজ্য। পুরা স্টেটের লোকসংখ্যা মাত্র ৫লাখ। অথচ এলাকায় এটা বাংলাদেশের দ্বিগুন।



ছবিগুলো গাড়ির ভেতর থেকে তোলা ওয়াইওমিং এর পাহাড় পর্বতের দৃশ্য।

ওয়াইওমিং এ পৌছানো মাত্র টের পেলাম, সমতল ভূমি পেরিয়ে এসেছি, পাহাড় পর্বত শুরু হলো। ওয়াইওমিং স্টেটের প্রস্থ হলো ৩৭৫ মাইলের মতো, এখানে আস্তে আস্তে রাস্তা উপরে উঠতে উঠতে স্টেটের মাঝখান নাগাদ প্রায় ৬০০০ ফুট উচুতে উঠে যায়। রাস্তার দুপাশে পাহাড়, আর অনেক জায়গায় এই মে মাসেও বরফ জমে আছে। বাংলাদেশের পাহাড়ি শহর চট্টগ্রামের বাসিন্দা হলেও দেখেছি কেবল মাটির পাহাড়, এখানে এসে পাথরের পর্বত দেখা আর তা ডিঙানো হলো।

যাহোক, এত কিছু দেখেছি পরের দিনে, আগের রাতের অন্ধকারে আর কিছুই দেখিনি। রাত ১১টার দিকে যখন আমাদের রাতের গন্তব্য শাইয়ান শহরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, তখন পথে ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা পেরুতে হয়েছে বিস্তর। গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতো আবার বেশ কিছু জায়গায় রাস্তার কাজ চলছে, ফলে দুই লেনের হাইওয়ে এক লেন হয়ে গেছে, ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে খুব সাবধানে অন্ধকারে গাড়ি চালাতে হচ্ছে।

এর মধ্যে আবার অন্য সমস্যা উদয় হলো। পাহাড়ি জায়গায় পোকা থাকে জানতাম, কিন্তু পঙ্গপালের মতো পোকাকার মেঘ রাস্তা ঢেকে রেখেছিলো। ফলে গাড়ির কাঁচ আর হেডলাইটের আলো ঝাপসা হয়ে শেষ (পরের দিন আধা ঘন্টা ধরে কাঁচ আর হেডলাইট সাফ করেছি)।

শেষে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে পৌঁছলাম শাইয়ান শহরে। Cheyenne এর উচ্চারণ শাই-আন। এটা ওয়াইওমিং এর রাজধানী, ও বৃহত্তম শহর। জনসংখ্যা কত তা শুনলে অবশ্য হাসি পায়, মাত্র ৫৫ হাজার!! (আমার মনে হয় ঢাকার একটা মহল্লাতেও এর বেশি লোক থাকে)। তবে শহরের এলাকাটা খুব সুন্দর, পাহাড়ের মাঝে মালভূমির মতো। শহরের পশ্চিম হয়েছিলো ঊনবিংশ শতকে কাউবয় আর রয়াম্বারদের ওয়েস্টার্ন যুগে, গরু পালন আর অন্যত্র প্রেরণের কেন্দ্র হিসাবে। শহরের নাম এসেছে এখানে বাস করা শাই-আন নামের নেটিভ আমেরিকানদের নাম হতে। আজ অবশ্য তারা নেই, তাদের বদলে সাদারাই এখানকার প্রধান বাসিন্দা।

প্ল্যান ছিলো, শাইয়ান শহরে ঢুকে ডেইজ ইন বা অন্য কোনো মোটোলে থাকবো। আগে বুকিং দেয়া হয়নি, ভেবেছিলাম হাজির হলেই হবে। কিন্তু বিধি বাম, রাত ১২টার সময় হলিডে ইন, ডেইজ ইন সহ গোটা দেশে মোটেল চম্বে ফেললাম, কোনো কারণে ঐ রাতে কোনো হোটেলে একটা রুমও নেই। কঠিন চিন্তার কথা, আর সামনে কয়েকশো মাইলের মধ্যে অন্য কোনো শহরও নেই যে সেখানে যাবো। জারিয়ার তো প্রায় কেঁদে ফেলার দশা।

রক্ষাকর্তা হয়ে এলো গুগলের ফোন ভিত্তিক সার্ভিস। গুগল ৪১১ এর নম্বরে ফোন করে বললাম শহর আর স্টেটের নাম, আর মোটেল খুঁজছি, এটা। ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যার আমার কথা থেকে শব্দ নিয়ে সার্চ করে রেজাল্ট হিসাবে মোটেলের তালিকা বললো। তা থেকে খুঁজতে খুঁজতে পেলাম "লিটল আমেরিকা" রিসর্ট। জলদি সেখানে গিয়ে তো অবাক, অন্য হোটেলে যা ভাড়া চেয়েছে, তার অনেক কমে চমৎকার একটা রিসর্ট। হিলটনের চাইতেও অনেক চমৎকার রুমগুলো, আলাদা বারান্দা সহ। পরে জেনেছি এটা এখানকার স্থানীয় রিসর্ট চেইন, বাইরে অতো নাম ডাক নেই, কিন্তু স্টেটের ভিতরে বেশ বিখ্যাত।

দিন শেষে কত পথ চলেছি হিসাব করতে বসে বিস্মিত হলাম, সারা দিনে চলেছি ৬৫০ মাইল! এক দিনে মোট ১৩ ঘন্টার মতো গাড়ি চালিয়েছি (মাঝে খাওয়া ও তেল নেয়ার বিরতি সহ)। আমার আগের ব্যক্তিগত রেকর্ড ছিল আগের দিন ৩৫০ মাইল চালানো। যাহোক, অন্তত প্রথম দিনের দেরির ক্ষতি পূরণ করতে পারলাম।



ছবিঃ সাদা রঙের পাহাড়টা আসলে বরফের কারণে সাদা হয়ে আছে।